মেহেরপুরে আলোচিত গৃহবধূ হত্যার ঘটনায় আটক ৩

মেহেরপুর শহরে চাঞ্চল্যকর গৃহবধূ টগর খাতুন হত্যার ঘটনায় সরাসরি জড়িত তিন শিশুকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় হত্যার ব্যবহৃত বস্তা, রশি ও নিহত টগর খাতুন এর গহনা ও গহনা বিক্রির টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

হত্যার সাথে জড়িত আটকৃতরা হলেন শহরের কাশ্যবপাড়ার আনারুলের ছেলে নাসিম হায়দার শীতল (১৭) একই এলাকার রসুল ঘরামির ছেলে নাজমুল হাসান তানভীর (১৭) ও সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে আসিব হোসেন ওমর (১৫)।

পুলিশ বলছে হত্যাকারী শীতলের কাছে পাওনা ৩০ হাজার টাকা চাইলে শীতল টাকা ফেরত না দিয়ে প্রতিবেশী ভাবী টগর খাতুন কে নিজ বাসায় ডেকে এনে হত্যা করে লাশ গুম করে।

গত ৬ জানুয়ারি বিকালে ক্যাশব পাড়ার পরিত্যক্ত একটি জমি থেকে টগর খাতুন নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত টগর খাতুন গত ৩০ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। পরে সদর থানায় একটি সাধারন ডাইরি করেন তার পরিবার।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির হত্যার ঘটনায় তিনজন কে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত ৩০ ডিসেম্বর রাতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শীতল তার বন্ধু অমর কে দিয়ে প্রতিবেশী ভাবি টগর খাতুন কে নিজ বাসায় ডেকে নিয়ে আসেন।

এসময় আগে থেকেই আরেক বন্ধু তানভীর শীতলের বাসভবনে অবস্থান করে। টগর বাসায় প্রবেশ করলে শীতল ও তানভীর একটি রশি দিয়ে টগর খাতুনের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে।

পরে লাশ গুম করার জন্য প্লাস্টিকের বস্তায় নিহত টগরকে ভরে বাসার ছাদে নিয়ে গিয়ে পাশের পরিত্যক্ত জমিতে ছাদ থেকে ফেলে দেয়। হত্যার পর শীতল ও তানভীর নিহত টগর খাতুনের শরীরে থাকা গহনা খুলে শহরের স্বর্ণপট্রিতে একটা দোকানে দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি করে।

ঘটনার দিন বিকেলে স্থানীয়রা একটি লাশ পড়ে থাকে দেখে পুলিশ কে

খবর দিলে সদর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মর্গে প্রেরণ করে।

ঘটনার পর নিহত টগর খাতুনের স্বামী সেন্টু হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত নামা কয়েকজন কে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত ভার গ্রহণ করেন থানার ওসি হুমায়ুন কবীর। পুলিশের একাধিক টিম তদন্ত শুরু করেন এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় বৃহস্পতিবার রাতে শীতল, তানভীর ও ওমর কে আটক করে কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করলে হত্যার কথা স্বীকার করেন।

পরে পুলিশ আটক আসামিদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণালংকার, লাশ গুমের বস্তা, রশি ও স্বর্ণলঙ্কার বিক্রি নগদ টাকা উদ্ধার করেন।

আজ শুক্রবার বিকাল চারটার দিকে আটক আসামিদের মেহেরপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী নিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন বলে ওসি নিশ্চিত করেন।

মেহেরপুরের আলোচিত ছুরিকাঘাত মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের আলোচিত ছুরিকাঘাত মামলার প্রধান আসামি মিয়ারুল ইসলামকে (২৪) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, গত ২৩ জুলাই রাত আনুমানিক ১১টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের প্রধান গেটসংলগ্ন সড়কে পারিবারিক পূর্ব শত্রুতার জেরে মিয়ারুল ইসলাম ভিকটিম হাসিবুর রহমান সাগরকে লক্ষ্য করে গলায়, বুকে ও হাতে ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। এতে ভিকটিম রক্তাক্ত জখম হয়ে গুরুতর আহত হন।

ঘটনার তিন দিন পর, গত ২৬ জুলাই সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার প্রেক্ষিতে ২৭ জুলাই মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ প্রধান আসামি মিয়ারুল ইসলামকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করে।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে দ্রুতই অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শৈলকুপার আলোচিত ট্রিপল মার্ডারের ঘটনায় দুই জনকে আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি(জনযুদ্ধ)’র কমান্ডার হানিফসহ ৩ জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুইজনকে আটক করেছে র্যাব-৬।

গতকাল সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে জেলা শহরের সার্কিট হাউজ এলাকা এবং গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সোনাতলা এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো-হরিণাকুন্ডু উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের ছানোয়ার হোসেন ছনুর ছেলে আবু সাঈদ ও জোড়াপুকুরিয়া গ্রামের মৃত আনজের আলীর ছেলে আনারুল ইসলাম।

র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর নাঈম আহমেদ মঙ্গলবার সকালে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির কমান্ডার হরিণাকুণ্ডুর আহাদনগর গ্রামের হানিফ, শ্রীরামপুর গ্রামের লিটন ও কুষ্টিয়ার পিয়ারপুর গ্রামের রাইসুল ইসলাম রাজু হত্যার ঘটনায় সোমবার নিহত হানিফের ভাই সাজেদুল ইসলাম ইসা বাদী হয়ে শৈলকুপা থানায় অজ্ঞাতনামা ১৫ থেকে ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে।

ট্রিপল মার্ডারের ঘটনায় মামলা দায়ের করা হলে রাতেই আসামী ধরতে অভিযান শুরু করে র্যাব-৬। তারই ধারাবাহিকতায় জেলা শহরের সার্কিট

হাউজ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আবু সাঈদকে আটক করা হয়। ঠিক একই সময় র্যাবের পৃথক দল গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সোনাতলা এলাকা থেকে আনারুল ইসলামকে আটক করা হয়। তাদের দুৃই জনকে শৈলকুপা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এরা হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে। পরবর্তিতে জিজ্ঞাসাবাদে বিস্তারিত জানা যাবে।

উল্লেখ্য, গত ২১ ফেব্রুয়ারী রাতে শৈলকুপা উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের শ^শানঘাট এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে হত্যাকান্ডের শিকার হয় পুর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক কমান্ডার হরিণাকুণ্ডুর আহাদনগর গ্রামের হানিফ, তার শ্যালক শ্রীরামপুর গ্রামের লিটন ও কুষ্টিায়ার পিয়ারপুরের রাইসুল ইসলাম রাজু। এই ৩ হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করেন জাসদ গণবাহিনী পরিচয়ে জনৈক কালু। তিনি ওই রাতেই গণমাধ্যম কর্মীদের হোয়াটসঅ্যাপে ক্ষুদে বার্তা পাঠান।

ম্যাকগাইভার’ তারকা ক্লু গুলাগার মারা গেছেন

বিশ্বজুড়ে আলোচিত টিভি সিরিজ ‘ম্যাকগাইভার’ তারকা ক্লু গুলাগার মারা গেছেন। (০৫ আগস্ট) ক্যালিফোর্নিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন এই অভিনেতা।

বার্ধক্যজনিত কারণেই গুলাগারের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে তার পরিবার। মৃত্যুকালে এই অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। ক্লু গুলাগারের মৃত্যুর খবরটি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তার জামাতা দিয়ানে গোল্ডনার।

প্রায় সাত দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ১৬৫টি টিভি সিরিজ ও সিনেমায় অভিনয় করেছেন গুলাগার। ‘ম্যাকগাইভার’- তীর চরিত্রের নাম ছিল ‘ওয়াল্ট কিরবি’। এছাড়াও তিনি ‘দ্য ভার্জিনিয়ান’ ও ‘দ্য রিটার্ন অব লিভিং ডেড’সহ বেশ কয়েকটি সিরিজ ও চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য আলোচিত ছিলেন।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘ম্যাকগাইভার’ দুইবার প্রচারের সুবাদে এ দেশের দর্শকের কাছেও আলাদা পরিচিতি পেয়েছিলেন গুলাগার।

পঞ্চাশের দশকে অভিনয় শুরু করেছিলেন গুলাগার। তাকে সবশেষ ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত কোয়েন্টিন টারান্টিনোর ‘ওয়ানস আপন আ টাইম’ সিনেমায় দেখা গেছে গুলাগারকে।